আজকের কাগজ

তারিখ 10 JUL 1996 পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

অনির্দিষ্টকালের জন্যে কলেজ বন্ধ ॥ হলত্যাগের নির্দেশ

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ বন্দুকযুদ্ধে আহত ২০

বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার, ক্যাম্পাসে উত্তেজনা

চট্টগ্রাম অফিস ঃ গতকাল চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যে দেড় ঘন্টা রক্তক্ষয়ী বন্দুকযুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতে ২০ জন আহত হয়। সংঘর্ষে শতাধিক গুলি ও বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। আহতের অধিকাংশই গুলিবিদ্ধ। কিন্তু চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে মাত্র ১ জন। অন্য আহতরা গ্রেফতার এড়াতে নগরীর বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গুলিবিদ্ধ ভর্তিকৃত ছাত্রের নাম এএইচএম রেজাউল হোসেন। সে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক। তার অবস্থা আশংকাজনক। এ ঘটনার পর মেডিক্যাল কলেজের একাডেমিক কাউন্সিল দু'দফা বৈঠকে বসে। কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ছাত্রদের গতকাল রাত ১০টায় ছাত্রিদের আজ সকাল ৮টার মধ্যে হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পুলিশ ছাত্রবাসসমূহে তল্লাশি চালায়।

রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কি পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে, পুলিশ তা জানাতে পারেনি। তবে জানা গেছে, ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ ৪টি পিস্তল, ৪টি বন্দুক, ১টি কাটা রাইফেল ও শক্তিশালী ককটেল উদ্ধার করেছে। প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানায়, গতকাল দুপুর পৌনে ১২টার দিকে মুখোশধারী একদল যুবক অস্ত্র উঁচিয়ে ক্যাম্পাসে এসে এলোপাতাড়ি ফাঁকা গুলি ও বোমা ফাটাতে থাকে। একই সময়ে কলেজ হোস্টেল থেকে তাদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা চালায় অপর একটি গ্রুপ। এরা কারা তা সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। তবে এরা ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের ক্যাডার বলে সূত্র জানায়, সংঘর্ষের সময় পুরো মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও আশপাশের এলাকায় এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। গুলিবিদ্ধ আহত ও হাসপাতালের রোগিদের আর্তচিৎকারে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। আশপাশে লোকজন ও মহিলা হোস্টেলের ছাত্রিরা দরজা জানালা বন্ধ করে মেঝেতে শুয়ে পড়ে। আত্মরক্ষার চেষ্টা চালায়। সশস্ত্র ক্যাডারদের একটি দলকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের নিকটস্থ পাহাড়ে অবস্থান নিয়ে গুলি ছুঁড়তে দেখা যায়। সংঘর্ষ চলাকালে ছাত্রলীগ মহিলা হোস্টেলের কাছে ও ছাত্রদল মূল ছাত্রাবাসের কাছে এসে সম্মুখযুদ্ধে লিপ্ত হয়। ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল এ হামলার জন্যে একে অপরকে দায়ী করে বিবৃতি প্রদান করে। বিবৃতিতে ছাত্রলীগ রেজাউল হোসেন, সুভাষ জয়, রিপনসহ ১০/১২ জন আহত হয়েছে বলে জানায়। ছাত্রদল তাদের ৪ জন নেতাকে অপহরণ ও তাদের নেতা বিপ্লব, আজমির মিলন, মিজান, মাহবুবসহ ১০/১২ জন আহত হয়েছে বলে জানানো হয়। এছাড়াও অনেক পথচারী বন্দুকযুদ্ধে আহত হয়। তাদের নাম জানা যায়নি। পুরো মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চারদিকে পুলিশ অবস্থান নিয়েছে। সন্দেহজনক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ ও তল্লাশি করছে। ৩ প্লাটন পুলিশ ছাত্রাবাস তল্লাশিতে রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। রাত সাড়ে ১১টায় একটি সূ

এরপর ২-এর পাতায়

অনির্দিষ্টকালের জন্যে

[প্রথম পাতার পর]

জানায়, বেশ কিছু ছাত্রকে আটক করা হয়েছে। তবে তাদের থানায় আনা হয়নি। ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, পুলিশের উর্ধ্বতন মহলের নির্দেশ সত্ত্বেও কুষ্টিয়া থেকে নির্বাচিত বিএনপি এমপি রুমীর ভাই এবং সাবেক ছাত্রদল নেতা পাঁচলাইশ থানার ওসির রহস্যময় মন্থর পদক্ষেপের কারণেই সন্ত্রাসিরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। পুরো মেডিক্যাল কলেজ এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। কলেজ কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পেয়ে ছাত্রছাত্রিদের অধিকাংশই বৃষ্টিবাদল উপেক্ষা করে রাতে হল ত্যাগ করতে দেখা গেছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে হল ত্যাগের ফলে দূরদূরান্তের বিশেষ করে ছাত্রিরা বেকায়দায় পড়েছে।